যুগান্তর

তারিখ ... 01 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ৩ ...

বুয়েটে সেশনজটের জন্য শিক্ষার্থীরাও দায়ী!

■ হোসেন মোকাররম

প্রধান রচনা

১৮৭৬ সাল। তৎকালীন প্রশাসনের একটি দল জরিপ চালায় এ অঞ্চলে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে। তাদের সুপারিশে তিনটি বিভাগ নিয়ে শুরু হয় আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল। চালু করা হল তিন বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্স। তিনটি বিভাগ পুরকৌশল, তড়িৎ কৌশল এবং যন্ত্র কৌশল। প্রতিষ্ঠানটিকে কলেজে রূপান্তরিত করা হল ১৯৪৮ সালে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল অনুষদের অধীনে চালু হল চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স। যুক্ত হল নতুন দুটি বিভাগ কেমি কৌশল এবং ধাতব কৌশল। বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা শুরু ১৯৬২ সাল থেকে। নামকরণ পূর্ব পাকিস্তান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। চালু হল স্নাতকোত্তর কোর্স। স্বাধীনতার পরে নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করা হয় ১৯৭১ সালে।

বর্তমান অবস্থা : বর্তমানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলিয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। শিক্ষক আছেন প্রায় ৪০০ জন। পাঁচটি অনুষদের অধীনে রয়েছে এগারটি বিভাগ। হল রয়েছে সাতটি। আহসানউল্লাহ হল, নজরুল ইসলাম হল, শেরেবাংলা হল, সোহরাওয়ার্দী হল, শহীদ স্মৃতি হল, ছাত্রী হল, ড. এম এ রশিদ হল। রয়েছে বেশ কয়েকটি ইন্সটিটিউট এবং গবেষণা কেন্দ্র। এসব ইন্সটিটিউট থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন কোর্স করানো হয়। এছাড়াও রয়েছে কেন্দ্রীয় মসজিদ, ক্যাফেটেরিয়া, ছাত্র-কল্যাণ কেন্দ্রসহ বেশ কিছু স্থাপনা। বেশ কয়েকটি ক্লাব আছে ছাত্রদের। ছাত্রদের একটি ইউনিয়ন- ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি সেন্ট্রাল স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (ইকসু)।

আবাসন ব্যবস্থাপনা : এখানে প্রতিবছরই ভর্তি হয় প্রায় সাড়ে আটশ' শিক্ষার্থী। যাদের অনেকেই আসে ঢাকার বাইরে থেকে। এদের থাকতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে। কথা হচ্ছিল আবাসিক ছাত্র অভিজিতের সঙ্গে। থাকেন আহসানউল্লা হলে। জানালেন, এখানে সিটের কোন সমস্যা নেই। ঢাকার বাইরের তো বটেই ঢাকার ছাত্রদের জন্য সিট পর্যাপ্ত। বলছিলেন খাবার প্রসঙ্গ। ছাত্রদের পরিচালনায় ডাইনিংগুলোর খাবার বেশ ভালোই। কিন্তু ক্যান্টিনগুলোর মানের ব্যাপারে রয়েছে কিছু অভিযোগ। তাছাড়া হলে রাজনীতির প্রভাবও খুব কম বলে জানা গেল। একজনের মন্তব্য, পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত, রাজনীতি করার সময় কই? এছাড়াও এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সহাবস্থানও চমৎকার।

সেশনজট : হাজার হাজার মেধাবীর জীবনে সেশনজট এক অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা। এখানে রয়েছে ছয় মাসেরও বেশি সেশনজট। একজন শিক্ষার্থী সজল চৌধুরী। বলছিলেন কারণ সম্পর্কে— 'আমাদের সিলেবাস ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে রয়েছে ফাঁকফোকর। তাই প্রায় প্রতিটি পরীক্ষার আগেই হয় মিছিল। আর মিছিল হলেই পরীক্ষা পেছানো নিশ্চিত। তাছাড়া অনেকেরই প্রবণতা থাকে ক্যাম্পাসে বেশিদিন থাকার।' 'অল্প সময়ে বেশি কোর্স, পরীক্ষার আগের ছুটি যথেষ্ট নয়, পরীক্ষা এবং ভর্তির পরে ক্লাস শুরু হতে দেরি— এসবই সেশনজটের কারণ' বলছিলেন কেমিকৌশল থেকে সদ্য পাসকৃত সাহাদাত আহমেদ মাসুম। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেশনজটের জন্য নিজেরাই যে দায়ী এমন স্বীকারোক্তি বেশ কয়েকজনের। কেউ কেউ বললেন প্রশাসনের ব্যর্থতার কথাও।

খাবারের মান : র‌্যাগ কর্নারে বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন। তাদেরই একজন পুরকৌশল বিভাগের ফয়সাল শাকিব আহমেদ। অভিযোগ করলেন, ক্যাফেটরিয়ার খাবার নিয়ে। 'পরিমাণে কম দেয়, আর মাঝে মাঝে খাবারের স্বাদই বোঝা যায় না।' ছাত্রদের অভিযোগ সম্পর্কে বললেন, ক্যাফেটেরিয়ার ম্যানেজার নুরুল ইসলাম শিকদার, অনেক লোকের খাবার একসঙ্গে বানাতে হয়, খাবার আইটেমও বেশি, ৪২টা। তাই মাঝে মাঝে কিছুটা সমস্যা হয়। তাছাড়া জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়েছে। তারা খাবারের দাম বাড়াননি। ফলে বাধ্য হয়ে কিছুটা কম সরবরাহ করতে হয়। তারপরও ছাত্রদের টাটকা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন— এমন দাবি তার।

বুয়েট ক্যাম্পাস

ছবি : কাকলী প্রধান

কিছু অসঙ্গতি : ভেতরের পরিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন হলেও ক্যাম্পাসে ঢুকতে হয় নাকে রুমাল দিয়ে। ঢাকা মেডিকেলের দিকের প্রবেশ পথে শহীদ কামাল উদ্দীন সড়ক। এখানে দু'দিকের ফুটপাতেই মলমূত্র ত্যাগের ফলে পা ফেলাই দায়। পলাশীর দিক দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার মুখেই ডাস্টবিন। এছাড়াও পলাশী কাঁচাবাজারের মুরগির বাজার সোহরাওয়ার্দী হলের ভবন ঘেঁষে। 'মাঝে মাঝেই প্রচণ্ড দুর্গন্ধ হয়'— অভিযোগ করলেন এক ছাত্র। ক্যাম্পাসে ভারি যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকলেও দিনে-দুপুরেই চোখে পড়ল তেলের লরি এবং ট্রাক।

ব্যথাতুর স্মৃতি : আহসানউল্লা হল গেটের ঠিক বিপরীত দিকের একটি স্তম্ভে লেখা কয়েকটা লাইন—

এই আমি খুব আবেগপ্রবণ
এই আমি খুব জেদী
এই আমি খুব ছেলেমানুষ,
এই আমি কিছুটা বাস্তব... এই আমি খুব একা।

লেখাটি সাবেকুন নাহার সনির। ৮ই জুন ২০০২। ছাত্রীহলের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে সহপাঠীর সঙ্গে কথা বলছিলেন কেমিকৌশল দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি। হঠাৎই শুরু হল ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি, টেন্ডারবাজি নিয়ে। একটা গুলি এসে লাগল তার কোমরে। লুটিয়ে পড়লেন তিনি। আর ফিরে আসেননি ক্যাম্পাসে শুধু জানাজার সময় ছাড়া। তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্যই তৈরি করা হয়েছে এই স্মৃতিস্তম্ভ।

বুয়েটের তারকারা : দেশে-বিদেশে কর্মরত শত শত মেধাবীকে ধারণ করে বুয়েট নিজেই একটি তারকা। দেশের বিখ্যাত প্রকৌশলী, স্থপতিদের ধারণ করেছে এ প্রতিষ্ঠান। শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে তারা। এছাড়াও শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতিতেও বুয়েটের তারকার অভাব নেই। অভিনেতা- আবুল হায়াত, ড. এনামুল হক, তৌকীর আহমেদ, অপি করিম, লেখক আনিসুল হক, স্থপতি শামসুল ওয়ারেস, রবিউল হুসাইন, রফিক আজম, চিত্রগ্রাহক আনোয়ার হোসেন, শাকুর মজিদ, এনামুল কবির নির্ঝরসহ অসংখ্য গুণী ব্যক্তির পদচারণায় মুখর হয়েছে বুয়েট ক্যাম্পাস। সম্প্রতি ক্লোজআপ ওয়ান তারকা বাঁধনও রয়েছেন এ ক্যাম্পাসে। বলছিলেন তার ক্যাম্পাস সম্পর্কে— সবচেয়ে ভালো লাগে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। আর মন্দলাগে এত পড়াশোনার চাপ। বলছিলেন তিনি। তারকা খ্যাতিও উপভোগ করেন বেশ।

উপাচার্য বললেন : সেশনজটের কারণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. এএমএম সফিউল্লাহ বললেন, কিছুদিন আগে ফুটবল খেলা নিয়ে গণ্ডগোলের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। সেখানে কিছুটা সময় নষ্ট হয়েছে। এছাড়া ১৫ সপ্তাহ ক্লাস শেষে যে প্রিপারেটরি লিভ (পিএল) থাকে চার সপ্তাহ। এরপরও ছাত্ররা পরীক্ষা পেছানোর আন্দোলন করে। কারণ হিসেবে ছাত্রদের পরীক্ষা ভীতি এবং পরীক্ষায় বেশি ভালো করার প্রবণতার কথা উল্লেখ করেন তিনি। পরীক্ষার পিএল কমিয়ে দুই পরীক্ষার মাঝামাঝি সময় বাড়িয়ে এক সপ্তাহ করার চেষ্টা করছেন বলে জানালেন। ক্যাফেটরিয়ার খাবারের মান প্রসঙ্গে জানালেন, এটা দেখাশোনার জন্য রয়েছে ছাত্রকল্যাণ বিভাগ। তিনি কিছু অভিযোগ পেয়েছেন। শিগগিরই সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। ক্যাম্পাসের বাইরের রাস্তার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব সিটি করপোরেশনের। ব্যাপারটা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এছাড়াও ক্যাম্পাসের রাস্তাটির দায়িত্বও সিটি করপোরেশনের। তাই এ রাস্তা বন্ধ করার বৈধ এখতিয়ার তাদের নেই। তারপরও চেষ্টা করা হচ্ছে যাতে ভারি যানবাহন চলাচল করতে না পারে।